তৃতীয় অধ্যায়

মূল্য, মজুরি ও কর্মসংস্থান

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক (WEO) আপডেট, জুলাই ২০২৫ অনুযায়ী, মূল মুদ্রাস্ফীতি (Core inflation) উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং বর্তমানে এটি ২ শতাংশের নিচে অবস্থান করছে। হেডলাইন মুদ্রাস্ফীতি ২০২৫ সালে ৪.২ শতাংশ এবং ২০২৬ সালে ৩.৬ শতাংশে নেমে আসার প্রত্যাশা করা হচ্ছে। চাহিদা প্রশমিত হওয়ায় এবং জ্বালানির দাম হ্রাসের প্রবণতা মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মুদ্রাস্ফীতি সামান্য হ্রাস পেয়েছে। খাদ্য-বহির্ভূত পণ্যের দাম হ্রাস সামগ্রিক মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। খাদ্যপণ্যের দাম স্থিতিশীল বা কমে আসার কারণে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে এটি ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। মাসভিত্তিক মূল্যস্ফীতির তথ্য অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই ২০২৪ এ জাতীয় মুদ্রাস্ফীতি সর্বোচ্চ ১১.৬৬ শতাংশে পৌঁছে দামের স্থিতিশীলতা বা হ্রাসের প্রতিফলন ঘটিয়ে তা জুন ২০২৫ এ হ্রাস পেয়ে ৮.৪৮ শতাংশে নেমে আসে। সংকোচনমূলক আর্থিক ও মুদ্রা নীতির বাস্তবায়নের ফলে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মুদ্রাস্ফীতি আরও কমে আসার প্রত্যাশা করা হচ্ছে। বিবিএস এর শ্রমশক্তি জরিপ, ২০২৪ অনুযায়ী ১৫ বছর ও তদুর্ধ্ব বয়সের কর্মক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা ২০২৪ সালে দাড়িয়েছে প্রায় ১২১.৭৬ মিলিয়ন, যার মধ্যে ৬৯.১০ মিলিয়ন বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। বিভিন্ন খাতের কর্মে নিয়োজিত জনশক্তির প্রধান অংশ কৃষিতে ৪৪.৬৮ শতাংশ, ৩৭.৯৫ শতাংশ সেবা খাতে ও ১৭.৩৭ শতাংশ শিল্প খাতে নিয়োজিত রয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৫৯,১৫০ জন নারীসহ মোট ১০,১৫,৩১১ জন কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে। বিদেশে কর্মরত জনশক্তির প্রায় ৯০ শতাংশ কর্মরত রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে যার সিংহ ভাগ সৌদি আরবে (৭৩ শতাংশ) কর্মরত। প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের ২৩,৯১২.২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ২৬.৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ৩০,৩২৮.৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা বিগত কয়েক অর্থবছরের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং জিডিপিতে এর অবদান ৬.৫৭ শতাংশ। রেমিট্যান্স খাতের উচ্চ প্রবৃদ্ধি দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক (WEO) আপডেট, জুলাই ২০২৫ অনুযায়ী, মূল (Core) মুদ্রাস্ফীতি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং বর্তমানে এটি ২ শতাংশের নিচে অবস্থান করছে। হেডলাইন মুদ্রাস্ফীতি ২০২৫ সালে ৪.২ শতাংশ এবং ২০২৬ সালে ৩.৬ শতাংশে নেমে আসার প্রত্যাশা করা হচ্ছে, যা *ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক (WEO)*, এপ্রিল ২০২৫ এ প্রদত্ত প্রাক্কলনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্যের সরবরাহ এবং জ্বালানির দাম হ্রাসের প্রবণতা মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সরবরাহ পক্ষের ধাক্কা (supply-side shock) হিসেবে কাজ করা শুল্ক ধীরে ধীরে যুক্তরাষ্ট্রের ভোক্তা মূল্যে প্রভাব ফেলবে এবং ২০২৫ সালের দ্বিতীয়ার্ধে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পেতে পারে এবং ২০২৬ সালে এটি দুই শতাংশের উপরে অবস্থান করবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। মুদ্রার উপচিতি (currency appreciation) এবং অস্থায়ীভাবে গৃহীত রাজস্ব ব্যবস্থার (one-off fiscal measures) কারণে ইউরো অঞ্চলে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা স্থিতিশীল থাকার আশা করা হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ বাজারে জ্বালানির মূল্য প্রত্যাশার চেয়ে কম থাকার কারণে চীনে হেডলাইন মুদ্রাস্ফীতি WEO, এপ্রিল পূর্বাভাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিম্নমুখী থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে মূল মুদ্রাস্ফীতি (core inflation) সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৫ সালে ০.৫ শতাংশ এবং ২০২৬ সালে ০.৮ শতাংশে পৌঁছাতে পারে। WEO, এপ্রিল ২০২৫ অনুযায়ী, যুক্তরাজ্যের মুদ্রাস্ফীতির পূর্বাভাস ০.৭ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি করা হয়েছে। উদীয়মান ও উন্নয়নশীল এশিয়ার জন্য মুদ্রাস্ফীতির চাপ তুলনামূলকভাবে দুর্বল থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যেখানে ২০২৫ সালের পূর্বাভাস জানুয়ারির তুলনায় ০.৫ শতাংশ পয়েন্ট হ্রাস করা হয়েছে। ইউরোপের উদীয়মান বাজার অর্থনীতি ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের মধ্যে, রাশিয়া ও ইউক্রেন উভয় দেশের জন্য ২০২৫ সালের মুদ্রাস্ফীতি উর্ধ্বমুখী হওয়ার প্রাক্কলন করা হয়েছে এবং ২০২৬ সালের জন্য রাশিয়ার মুদ্রাস্ফীতি কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে।

ফলশ্রুতিতে, সামগ্রিকভাবে ২০২৫ সালের প্রাক্কলন ১.৫ শতাংশ পয়েন্ট এবং ২০২৬ সালের প্রাক্কলন ১.০ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। সারণি ৩.১ এ উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহে এবং বিকাশমান বাজার অর্থনীতি ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের ২০১৭ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সময়ের মূল্যস্ফীতির গতিধারা এবং ২০২৫, ২০২৬ ও ২০৩০ সালের প্রক্ষেপণ দেখানো হল:

সারণি ৩.১: বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতি (%)

	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩	২০২৪	২০২৫*	২০২৬*	২০৩০*
উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহে মূল্যস্ফীতি	১.৭	২.০	১.৪	০.৭	৩.১	৭.৩	৪.৬	২.৬	২.৫	২.২	২.১
বিকাশমান বাজার অর্থনীতি ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহে মূল্যস্ফীতি	৪.৪	৪.৯	৫.১	৫.২	৫.৮	৯.৫	৮.০	৭.৭	৫.৫	৪.৬	৩.৮

উৎস: ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক আউটলুক, এপ্রিল ২০২৫ *প্রক্ষেপিত

বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

Asian Development Outlook, সেপ্টেম্বর ২০২৫ অনুযায়ী, বাংলাদেশে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মুদ্রাস্ফীতি সামান্য হ্রাস পেলেও তা সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটা ও মুদ্রার অবচিতির (currency depreciation) কারণে দুই অঙ্কে রয়ে গেছে; তবে সংকোচনমূলক আর্থিক ও মুদ্রা নীতির বাস্তবায়নের ফলে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মুদ্রাস্ফীতি আরও কমে আসার প্রত্যাশা করা হচ্ছে। সারণি ৩.২ এবং ৩.৩ এ প্রদর্শিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) এর তথ্য মতে জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতির গতিধারা সাধারণ এবং খাতভিত্তিক উভয় মূল্যসূচকে ধারাবাহিক উর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে নির্দেশ করে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মুদ্রাস্ফীতি ছিল ৯.৭৩ শতাংশ, যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ১০.০৩ শতাংশে। খাদ্যপণ্যের দাম স্থিতিশীল বা কমে আসার কারণে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে এটি ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। খাদ্যবহির্ভূত মুদ্রাস্ফীতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৮.৮৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ৯.৪৭ শতাংশ হওয়ায় বাৎসরিক গড় মুদ্রাস্ফীতি আগের অর্থবছরের তুলনায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বেড়েছে, আর খাদ্য মুদ্রাস্ফীতি গত অর্থবছরের ১০.৬৫ শতাংশ থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১০.৭০ শতাংশে পৌঁছেছে। সরকার মূল্যস্ফীতির চাপ প্রশমনের লক্ষ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে স্থিতিশীল রাখার নিমিত্ত সরবরাহ ব্যবস্থা নিরবিচ্ছিন্ন রাখাসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সারণি ৩.৩-এ ২০২৪-২৫ অর্থবছরের পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মুদ্রাস্ফীতির হারের মাসভিত্তিক তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে (ভিত্তি সূচক ২০২১-২২ = ১০০), যেখানে জাতীয়, গ্রামীণ ও নগর ক্যাটাগরি অনুযায়ী সাধারণ, খাদ্য এবং খাদ্যবহির্ভূত মুদ্রাস্ফীতির হার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সারণি ৩.২: জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতি

(ভিত্তি বছর ২০০৫-২০০৬=১০০)

	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
সাধারণ সূচক (মূল্যস্ফীতি)	১৮১.৭৩ (৬.৭৮)	১৯৫.০৮ (৭.৩৫)	২০৭.৫৮ (৬.৪১)	২১৯.৮৬ (৫.৯২)	২৩১.৮২ (৫.৪৪)	২৪৫.২২ (৫.৭৮)	২৫৮.৬৫ (৫.৪৮)	২৭৩.২৬ (৫.৬৫)	২৮৮.৪৪ (৫.৫৬)	৩০৬.১৮ (৬.১৫)
খাদ্য সূচক (মূল্যস্ফীতি)	১৯৩.২৪ (৫.২২)	২০৯.৭৯ (৮.৫৬)	২২৩.৮০ (৬.৬৮)	২৩৪.৭৭ (৪.৯০)	২৪৮.৯০ (৬.০২)	২৬৬.৬৪ (৭.১৩)	২৮১.৩৩ (৫.৫১)	২৯৬.৮৬ (৫.৫৬)	৩১৩.৮৬ (৫.৭৩)	৩৩২.৮৬ (৬.০৫)
খাদ্য-বহির্ভূত সূচক (মূল্যস্ফীতি)	১৬৬.৯৭ (৯.১৭)	১৭৬.২৩ (৫.৫৫)	১৮৬.৭৯ (৫.৯৯)	২০০.৬৬ (৭.৪৩)	২০৯.৯২ (৪.৬১)	২১৭.৭৬ (৩.৭৪)	২২৯.৫৮ (৫.৪৩)	২৪৩.০০ (৫.৮৫)	২৫৫.৮৫ (৫.২৯)	২৭১.৯৮ (৬.৩১)

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

সারণি ৩.৩: জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতি

(ভিত্তি বছর ২০২১-২০২২=১০০)

সাধারণ সূচক (মূল্যস্ফীতি)	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
	১০০.০০ (-)	১০৯.০২ (৯.০২)	১১৯.৬৩ (৯.৭৩)	১৩১.৬২ (১০.০৩)
খাদ্য সূচক (মূল্যস্ফীতি)	১০০.০০ (-)	১০৮.৭১ (৮.৭১)	১২০.৩০ (১০.৬৫)	১৩৩.১৬ (১০.৭০)
খাদ্য-বহির্ভূত সূচক (মূল্যস্ফীতি)	১০০.০০ (-)	১০৯.৩৯ (৯.৩৯)	১১৯.০৮ (৮.৮৬)	১৩০.৩৭ (৯.৪৭)

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

জাতীয় মূল্যস্ফীতি: জাতীয় মুদ্রাস্ফীতি একটি স্থিতিশীল প্রবণতা প্রদর্শন করেছে এবং সাধারণ মুদ্রাস্ফীতির হার ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৯.৭৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১০.০৩ শতাংশে পৌঁছেছে। মাসভিত্তিক মূল্যস্ফীতির তথ্য অনুযায়ী জাতীয় মুদ্রাস্ফীতির ওঠানামা লক্ষ্য করা যায়। ২০২৪ সালের জুলাই এ মুদ্রাস্ফীতি সর্বোচ্চ ১১.৬৬ শতাংশে পৌঁছে ২০২৫ সালের জুনে তা হ্রাস পেয়ে ৮.৪৮ শতাংশে নেমে আসে, যা দামের স্থিতিশীলতা বা হ্রাসের প্রতিফলন। পরিবারের ব্যয়ের উপর বেশি প্রভাব বিস্তারকারী খাদ্য মুদ্রাস্ফীতি, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ১০.৬৫ শতাংশ থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১০.৭০ শতাংশে পৌঁছেছে। খাদ্য বহির্ভূত মুদ্রাস্ফীতিও সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৮.৮৬ শতাংশ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৯.৪৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

গ্রামীণ মুদ্রাস্ফীতি: গ্রামীণ মুদ্রাস্ফীতিতে জাতীয় প্রবণতার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ মুদ্রাস্ফীতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৯.৭৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১০.২০ শতাংশে পৌঁছেছে। মাসিক খাদ্য মুদ্রাস্ফীতি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়ে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে সর্বোচ্চ ১৪.০৬ শতাংশে পৌঁছানোর পর ২০২৫ সালের জুনে কমে ৭.১৪ শতাংশে নেমে এসেছে, যা মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসের ইঙ্গিত দেয়। মাসিক হার তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীলতা বজায় রেখে খাদ্য-বহির্ভূত মুদ্রাস্ফীতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৮.৭১ শতাংশ থেকে সামান্য বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৯.৮৫ শতাংশে পৌঁছেছে।

শহরাঞ্চলের মুদ্রাস্ফীতি: শহরাঞ্চলের মুদ্রাস্ফীতির হার জাতীয় হারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল এবং গ্রামীণ এলাকার তুলনায় সামান্য কম। সাধারণ মুদ্রাস্ফীতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৯.৫৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১০.০৫ শতাংশে পৌঁছেছে, আর খাদ্য মুদ্রাস্ফীতি পূর্ববর্তী অর্থবছরের ১০.৬৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ১১.০৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। মাসিক হার তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীলতা বজায় রেখে শহরাঞ্চলের খাদ্য-বহির্ভূত মুদ্রাস্ফীতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৮.৮৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৯.৪৩ শতাংশে পৌঁছেছে। খাদ্য-বহির্ভূত পণ্যের দাম হ্রাস সামগ্রিক মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। সারণি ৩.৪ পর্যালোচনায় দেখা যায়, খাদ্য মুদ্রাস্ফীতির মাসিক হার স্থিতিশীলভাবে এবং ধারাবাহিকভাবে কমার প্রবণতা প্রদর্শন করছে।

সারণি ৩.৪: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের (জুন ২০২৫ পর্যন্ত) মাসভিত্তিক মূল্যস্ফীতির (Point to point) ধারা

(ভিত্তি বছর ২০২১-২২=১০০)

পর্যায়	মূল্যস্ফীতির ধরণ	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫	জুলাই ২০২৪	আগস্ট ২০২৪	সেপ্টেম্বর ২০২৪	অক্টোবর ২০২৪	নভেম্বর ২০২৪	ডিসেম্বর ২০২৪	জানুয়ারি ২০২৫	ফেব্রুয়ারি ২০২৫	মার্চ ২০২৫	এপ্রিল ২০২৫	মে ২০২৫	জুন ২০২৫
জাতীয়	সাধারণ	৯.০২	৯.৭৩	১০.০৩	১১.৬৬	১০.৪৯	৯.৯২	১০.৮৭	১১.৩৮	১০.৮৯	৯.৯৪	৯.২৩	৯.৩৫	৯.১৭	৯.০৫	৮.৪৮
	খাদ্য	৮.৭১	১০.৬৫	১০.৭০	১৪.১০	১১.৩৬	১০.৪০	১২.৬৬	১৩.৮০	১২.৯২	১০.৭২	৯.২৪	৮.৯৩	৮.৬৩	৮.৫৯	৭.৩৯
	খাদ্য-বহির্ভূত	৯.৩৯	৮.৮৬	৯.৪৭	৯.৬৮	৯.৭৪	৯.৫০	৯.৩৪	৯.৩৯	৯.২৬	৯.৩২	৯.৩৮	৯.৭০	৯.৬১	৯.৪১	৯.৩৭
গ্রাম	সাধারণ	৯.০৮	৯.৭৬	১০.২০	১১.৮৯	১০.৯৫	১০.১৫	১১.২৬	১১.৫৩	১১.০৯	১০.১৮	৯.৫১	৯.৪১	৯.১৫	৯.০৫	৮.৪৬
	খাদ্য	৮.৮০	১০.৬৭	১০.৫৬	১৪.০৬	১১.৪৪	১০.৩৮	১২.৭৫	১৩.৪১	১২.৬৩	১০.৬১	৯.১৫	৮.৮১	৮.৪০	৮.৩০	৭.১৪
	খাদ্য-বহির্ভূত	৯.৫৪	৮.৭১	৯.৮৫	৯.৮৪	১০.৪৫	৯.৯১	৯.৭৬	৯.৭২	৯.৬৫	৯.৭৭	৯.৮৫	৯.৯৭	৯.৮৬	৯.৭৫	৯.৭২
নগর	সাধারণ	৮.৮৭	৯.৫৭	১০.০৫	১১.২৭	১০,০১	৯.৮৩	১০.৪৪	১১.৩৭	১০.৮৪	৯.৮৯	৯.৩৪	৯.৬৬	৯.৫৯	৯.৫০	৮.৯৪
	খাদ্য	৮.৫৩	১০.৬৫	১১.০৩	১৪.২২	১১.২৪	১০.৫০	১২.৫৩	১৪.৬৩	১৩.৫৬	১০.৯৫	৯.৪৭	৯.১৮	৯.১৩	৯.২৯	৭.৯৯
	খাদ্য-বহির্ভূত	৯.১৩	৮.৮৭	৯.৪৩	৯.৪৩	৯.২০	৯.৩৮	৯.০৬	৯.৩১	৯.১৭	৯.২৫	৯.২৭	৯.৯৫	৯.৮৮	৯.৬৩	৯.৫৩

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

মজুরি হার সূচক (Wage Rate Index)

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) ১৯৭৪ সাল হতে ১৯৬৯-৭০ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে মজুরি হার সূচক (Wage Rate Index) নির্ণয় করছিল। পরবর্তীতে ২০১০-১১ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে মজুরি হার সূচক নির্ণয় করা হয়। নতুন ভিত্তিবর্ষ হিসেবে ২০১০-১১ অর্থবছর ব্যবহার করে মজুরি হার সূচক (WRI) প্রস্তুত করে বিবিএস তাদের পদ্ধতি হালনাগাদ করেছে, যা বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ২০১৩-১৪ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত সময়ের জন্য WRI-কে ২০১০-১১ ভিত্তিবর্ষে পুনঃগণনা করা হয়েছে। এই হালনাগাদ WRI মজুরি বৃদ্ধির এবং শ্রম ব্যয়ের প্রবণতার একটি আরও সঠিক প্রতিফলন প্রদান করে এবং মজুরি নিয়ন্ত্রণ, শ্রমবাজার সমন্বয় ও মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কিত নীতি সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ও হালনাগাদ করতে সহায়তা

করে। সম্প্রতি ২০২১-২২ অর্থবছরকে ভিত্তিবর্ষ হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে WRI হালনাগাদ করা হয়েছে এবং এখন এটি ২০২৩-২৪ অর্থবছর থেকে পরবর্তী সময়ের জন্য প্রযোজ্য। সারণি ৩.৫ এ পরিবর্তিত ভিত্তি বছর অনুযায়ী ২০১৩-১৪ অর্থবছর হতে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত মজুরি হার সূচক ও শ্রমিকদের মজুরি প্রবৃদ্ধির হার (পয়েন্ট টু পয়েন্ট) প্রদর্শন করা হলো:

সারণি ৩.৫ : মজুরি হার সূচক ও প্রবৃদ্ধির হার

(ভিত্তি বছর ২০১০-১১=১০০)

বছর	চলতি মূল্যে মজুরি হার সূচক				প্রবৃদ্ধির হার (পয়েন্ট টু পয়েন্ট)			
	সাধারণ	কৃষি	শিল্প	সেবা	সাধারণ	কৃষি	শিল্প	সেবা
২০১৩-১৪	১১৮.৮২	১১৮.৪৪	১১৯.০৭	১২০.১৬	৫.৫০	৫.৬৮	৪.৯৭	৫.৭৫
২০১৪-১৫	১২৪.৬৯	১২৪.৫১	১২৪.৩৮	১২৬.১৫	৪.৯৪	৫.১২	৪.৪৭	৪.৯৮
২০১৫-১৬	১৩২.৮১	১৩২.৪৮	১৩২.০২	১৩৬.০৩	৬.৫২	৬.৪১	৬.১৬	৭.৮৬
২০১৬-১৭	১৪১.৪৬	১৪১.২২	১৪০.২৭	১৪৫.০১	৬.৫০	৬.৫৯	৬.২৪	৬.৬০
২০১৭-১৮	১৫০.৫৯	১৫০.২৭	১৪৯.৪৫	১৫৪.৪৪	৬.৪৬	৬.৪০	৬.৫৫	৬.৫১
২০১৮-১৯	১৬০.২৩	১৫৯.৯২	১৫৮.৭৪	১৬৪.৭৮	৬.৪০	৬.৪২	৬.২২	৬.৬৯
২০১৯-২০	১৭০.৩৯	১৭০.২৮	১৬৮.২৪	১৭৫.৩৩	৬.৩৫	৬.৪৮	৫.৯৯	৬.৪১
২০২০-২১	১৮০.৮৩	১৮১.১৬	১৭৭.৫২	১৮৫.৯৯	৬.১২	৬.৩৯	৫.৫১	৬.০৭
২০২১-২২	১৯১.৮০	১৯২.২১	১৮৭.৮৩	১৯৯.৪২	৬.০৬	৬.১০	৫.৮৫	৬.৩২
২০২২-২৩	২০৫.৩০	২০৫.৬৯	২০১.০১	২১২.২৩	৭.০৪	৭.০১	৬.৯৭	৭.৩১
ভিত্তি সূচক ২০২১-২২=১০০								
২০২৩-২৪	১১৫.৩৩	১১৫.৬৬	১১৪.৭২	১১৬.২২	৭.৭৪	৮.০৮	৭.২৪	৮.২৯
২০২৪-২৫	১২৪.৬৮	১২৫.৩১	১২৩.৬০	১২৫.৯৫	৮.১০	৮.৩৫	৭.৭৪	৮.৩৮

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

২০২১-২২ অর্থবছরকে ভিত্তিবর্ষ হিসেবে ব্যবহার করে হালনাগাদ করা বাংলাদেশের মজুরি হার সূচক (WRI), ২০২৩-২৪ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত সাধারণ, কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে চলতি বাজার মূল্যে (Nominal) মজুরির প্রবণতা প্রদর্শন করে। এই সূচকটি খাতভিত্তিক মজুরি বৃদ্ধির ধারা ও শ্রম ব্যয়ের পরিবর্তন মূল্যায়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে খাতভিত্তিক মজুরির প্রবৃদ্ধির হার সাধারণ, কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় এ প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ০.৩৬, ০.২৭, ০.৫০ ও ০.০৯ শতাংশ বেশি।

শ্রমশক্তি ও কর্মসংস্থান

বিবিএস দেশের শ্রমশক্তির সার্বিক চিত্র নিরূপণের লক্ষ্যে শ্রমশক্তি জরিপ (Labour Force Survey) পরিচালনা করে থাকে। এ জরিপের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও বেকারত্ব সংক্রান্ত শ্রমবাজার ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমের চিত্র পাওয়া যায়। বিবিএস কর্তৃক প্রকাশিত শ্রমশক্তি জরিপ, ২০২৪ অনুযায়ী ১৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সের কর্মক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা ২০২৪ সালে দাড়িয়েছে প্রায় ১২১.৭৬ মিলিয়ন। এর মধ্যে পুরুষ ৬০.০৬ মিলিয়ন এবং মহিলা ৬১.৭০ মিলিয়ন। কর্মক্ষম জনশক্তির মধ্যে ৬৯.১০ মিলিয়ন বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিভিন্ন খাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির বিভাজনে দেখা যায়, কর্মে নিয়োজিত জনশক্তির সিংহ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ৪৪.৬৮ শতাংশ কৃষিতে, ৩৭.৯৫ শতাংশ সেবা খাতে ও ১৭.৩৭ শতাংশ শিল্প খাতে নিয়োজিত রয়েছে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছর হতে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সময়ে পরিচালিত শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী বিভিন্ন খাতওয়ারি শ্রমিকের (১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে) অংশ সারণি ৩.৬ এ দেখানো হলো:

সারণি ৩.৬: শিল্পভিত্তিক খাতওয়ারি শ্রমিকের অংশ (শতাংশ)

(১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে)

খাত	এলএফএস ১৯৯৫-৯৬	এলএফএস ১৯৯৯-০০	এলএফএস ২০০২-০৩	এলএফএস ২০০৫-০৬	এলএফএস ২০১০	এলএফএস ২০১৩	এলএফএস ২০১৫-১৬	এলএফএস ২০১৬-১৭	এলএফএস ২০২২
কৃষি, বনজ ও মৎস্য	৪৮.৮৫	৫০.৭৭	৫১.৬৯	৪৮.১০	৪৭.৩০	৪৫.১০	৪২.৭০	৪০.৬২	৪৫.৩৬
খনিজ ও খনন	-	০.৫১	০.২৩	০.২১	০.১৮	০.৪০	০.২০	০.২০	০.০৯
ম্যানুফ্যাকচারিং	১০.০৬	৯.৪৯	৯.৭১	১০.৯৭	১২.৩৪	১৬.৪০	১৪.৪০	১৪.৪৩	১১.২৬
বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি	০.২৯	০.২৬	০.২৩	০.২১	০.১৮	০.২০	০.৩০	০.২০	০.২১
নির্মাণ	২.৮৭	২.৮২	৩.৩৯	৩.১৬	৪.৭৯	৩.৭০	৫.৬০	৫.৫৮	৫.৪৪
বাণিজ্য, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	১৭.২৪	১৫.৬৪	১৫.৩৪	১৬.৪৫	১৫.৪৭	১৪.৫০	১৩.৪০	১৪.৩৪	১২.৮৯
পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৬.৩২	৬.৪১	৬.৭৭	৮.৪৪	৭.৩৭	৬.৪০	৯.৪০	১০.৫০	৮.৫১
অর্থ, ব্যবসা ও সেবাসমূহ	০.৫৭	১.০৩	০.৬৮	১.৪৮	১.৮৪	১.৩০	১.৬০	১.৯৭	৪.৫৬
পণ্য ও ব্যক্তিগত সেবাসমূহ	১৩.৮০	১৩.০৭	৫.৬৪	৫.৪৯	৬.২৬	৬.২০	৬.২০	৬.০৮	৬.৯৪
স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	-	-	৬.৩২	৫.৪৯	৪.২৪	৫.৮০	৬.২০	৬.০৮	৪.৭৪
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

উৎসঃ বিবিএস, শ্রমশক্তি জরিপ, ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৯-০০, ২০০২-০৩, ২০০৫-০৬, ২০১০,২০১৩, ২০১৫-১৬,২০১৬-১৭, ২০২২।

(শতকরা)

	এলএফএস				
	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০২২	২০২৩	২০২৪
কৃষি, বনজ ও মৎস্য সম্পদ	৪২.৭	৪০.৬০	৪৫.৩৬	৪৪.৪৩	৪৪.৬৭
খনিজ ও খনন	০.২	০.২০	০.০৯	০.০৯	০.০৬
ম্যানুফ্যাকচারিং	১৪.৪	১৪.৪০	১১.২৬	১১.৫৬	১১.৭৫
বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাস্প ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সরবরাহ	০.২	০.২০	০.১৮	০.১৫	০.১৬
পানি সরবরাহ, পয়:নিস্কাশন এবং বজ্য ব্যবস্থাপনা	০.১	-	০.০৩	০.০৪	০.০৩
নির্মাণ	৫.৬	৫.৬০	৫.৪৪	৫.৪২	৫.৩৫
পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, মোটর গাড়ি মেরামত	১৩.৪	১৪.২০	১২.৮৯	১২.৭০	১২.৭৭
যানবাহন ও সংরক্ষণ	৭.৭	৮.৬০	৮.১৫	৮.৪৮	৯.৪৯
আবাসন ও খাদ্য পরিবেশন কার্যক্রম	১.৭	১.৯০	২.২৮	২.৩৪	২.৩৩
তথ্য ও যোগাযোগ	০.৩	০.৩০	০.৩৬	০.৩৫	০.৩৭
আর্থিক ও বীমা কার্যক্রম	০.৭	০.৭০	০.৭৮	০.৭৫	০.৭১
রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম	০.২	০.২০	০.১১	০.১১	০.১৭
পেশাগত, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত কার্যক্রম	০.৪	০.৪০	০.৬৪	০.৪৮	০.৪২
প্রশাসনিক ও সহায়ক সেবা কার্যক্রম	০.৬	০.৬০	০.৭৫	০.৭৩	০.৬৬
জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	১.৭	১.৬০	১.১৯	১.১৭	১.০৮
শিক্ষা	৩.৬	৩.৬০	২.৭৪	২.৫৮	২.৫৮
মানব স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা কার্যক্রম	০.১	০.৮০	০.৮১	০.৮৩	০.৭৮
শিল্পকলা ও বিনোদন	৩.৮	০.১০	২.২৮	০.০৮	০.০৯
অন্যান্য সেবা কার্যক্রম	১.৮	৪.০০	১.২১	৫.৫৫	৪.৭২
নিয়োগকারি হিসেবে পরিবারের কার্যক্রম	-	২.০০	৩.৪৪	২.১৫	১.৮০
বিদেশি সংস্থাগুলোর কার্যক্রম	-	-	০.০১	০.০১	০.০১
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

উৎসঃ বিবিএস, শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৪

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাস আয়

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম প্রধান জনশক্তি প্রেরণকারী দেশ। বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ দেশের ক্রমবর্ধমান কর্মসৃজনের পাশাপাশি বেকারত্ব হ্রাস, দারিদ্র বিমোচন এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছর ও ২০২৪-২৫ অর্থবছরে যথাক্রমে মোট ১১,৮১,১২৩ জন ও ১০,১৫,৩১১ জন কর্মীর বৈদেশিক কর্মসংস্থান হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৫৯,১৫০ জন নারীর কর্মসংস্থান হয়েছে যা মোট কর্মী গমনের ৫.৮২ শতাংশ। বিদেশে কর্মীদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে বিনিয়োগ সুবিধা সম্প্রসারণসহ প্রবাসীদের কল্যাণার্থে সরকার প্রবাসী কল্যাণ

ব্যাংক নামে বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে। অদক্ষ কর্মীর তুলনায় দক্ষ কর্মীর অভিবাসন ব্যয় কম কিন্তু চাহিদা ও বেতন বেশি হওয়ায় বর্তমানে ১০৪ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ৬ টি ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজির মাধ্যমে দক্ষ কর্মী সৃষ্টির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বৈশ্বিক অনিশ্চয়তা এবং সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির প্রেক্ষাপটে রেমিট্যান্স আন্তঃপ্রবাহের প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ও বহিঃঅর্থনৈতিক অবস্থার স্থিতিশীলতা আনয়নে অবদান রাখছে। মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের পাশাপাশি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের তীব্রতা, তেলের দাম এবং মুদ্রা বিনিময় হারের অস্থিরতা সত্ত্বেও উচ্চ আয়ের অভিবাসী দেশসমূহে স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং শক্তিশালী শ্রমবাজার পরিস্থিতির কারণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশি নাগরিকের বিদেশ গমন ও রেমিট্যান্স আন্তঃপ্রবাহ বেড়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ সরকার রেমিট্যান্স প্রদানকারীদের জন্য ২.৫ শতাংশ নগদ প্রণোদনা প্রদান, অনিবাসী বৈদেশিক মুদ্রার আমানতের সুদের সীমা ও ইন্টারনেট ব্যাংকিং-এ লেনদেনের উপর সর্বোচ্চ সীমা প্রত্যাহার, দ্রুত রেমিট্যান্স পাঠানোর পদ্ধতি সহজীকরণ এবং আনুষ্ঠানিক রেমিট্যান্স চ্যানেল ব্যবহারের সুবিধা সম্পর্কে প্রবাসীদের সচেতনতা বৃদ্ধির মতো বহু সংখ্যক সহায়ক নীতি ও পদক্ষেপ নিয়েছে যা প্রবাসীদের আরও বেশি রেমিট্যান্স প্রেরণে উৎসাহিত করেছে। ফলশ্রুতিতে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে রেমিট্যান্স প্রবাহে উর্ধ্বমুখী ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ২৬.৮৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩০,৩২৮.৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা বিগত অর্থবছরগুলোর মধ্যে সর্বাধিক। সারণি ৩.৭ ও লেখচিত্র ৩.১ এ প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীদের সংখ্যা এবং তাদের প্রেরিত অর্থ প্রবাহের গতিধারা দেখানো হলো:

লেখচিত্র ৩.১ জনশক্তির পরিমাণ ও রেমিটেন্স প্রবাহের গতিধারা

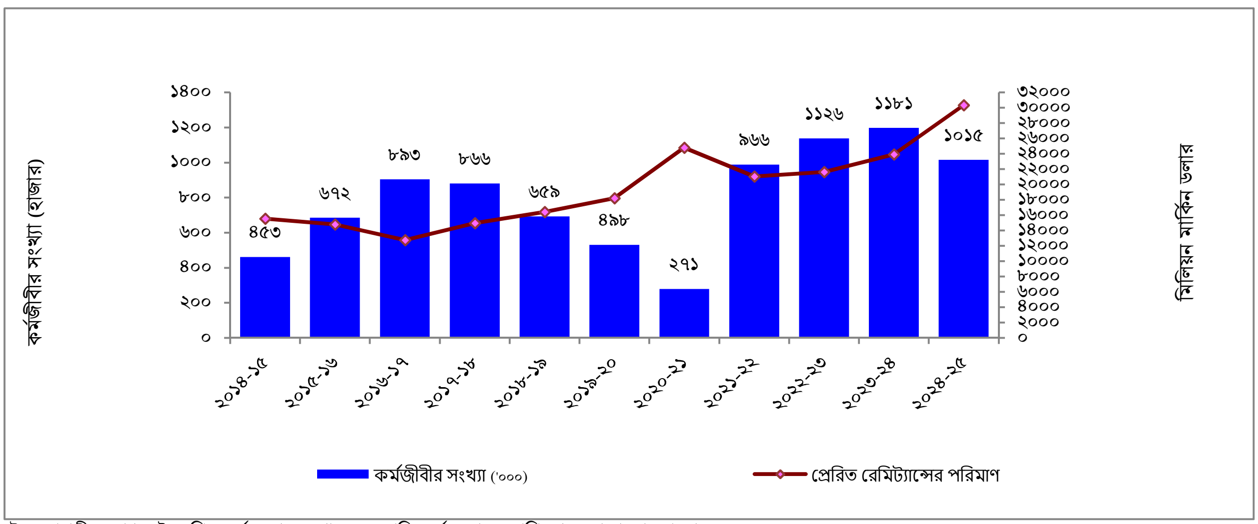

উৎস: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো,বাংলাদেশ ব্যাংক।

সারণি ৩.৭ ঃ প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীর সংখ্যা এবং প্রেরিত অর্থের পরিমাণ

অর্থবছর	কর্মজীবীর সংখ্যা (হাজার)	প্রেরিত অর্থের পরিমাণ			
		মিলিয়ন ডলার	প্রবৃদ্ধি (শতাংশ)	কোটি টাকা	প্রবৃদ্ধি (শতাংশ)
২০১৪-১৫	৪৫৩	১৫৫৫৩.১৬	৯.৩১	১১৮৯৮২.৩২	৭.৬০
২০১৫-১৬	৬৭২	১৪৮০৬.৮১	-৪.৮০	১১৫৮৮৩.৬৯	-২.৬০
২০১৬-১৭	৮৯৩	১২৭৬৯.৪৫	-১৪.৪৮	১০১০৯৮.৯৬	-১২.৭৬
২০১৭-১৮	৮৬৬	১৪৯৮১.৬৯	১৭.৩২	১২৩১৫৬.০১	২১.৮২
২০১৮-১৯	৬৫৯	১৬৪১৯.৬৩	৯.৬০	১৩৮০০৭.০০	১২.০৬
২০১৯-২০	৪৯৮	১৮২০৫.০১	১০.৮৭	১৫৪৩৫২.০০	১১.৮৪
২০২০-২১	২৭১	২৪৭৭৭.৭১	৩৬.১০	২১০১৩০.৬০	৩৬.১৪
২০২১-২২	৯৬৬	২১০৩১.৬৮	-১৫.১২	১৮১৫৮০.৫৪	- ১৩.৫৯
২০২২-২৩	১১২৬	২১৬১০.৭৩	২.৭৫	২১৫০৭৩.৬১	১৮.৪৫
২০২৩-২৪	১১৮১	২৩৯১২.২২	১০.৬৫	২৬৬১৬২.১৮	২৩.৭৫
২০২৪-২৫	১০১৫	৩০৩২৮.৮১	২৬.৮৩	৩৬৬৮৯৭.৫২	৩৭.৮৫

উৎস: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে জিডিপিতে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের অবদান দাঁড়ায় ৬.৫৭ শতাংশ যা গত বছরের ৫.৩১ শতাংশের তুলনায় ১.২৬ শতাংশ বেশি। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রবাস আয়ের পরিমাণ মোট পণ্য রপ্তানির ৬২.৭৯ শতাংশ, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ছিল মোট পণ্য রপ্তানির ৫৩.৭৭ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ৯.০২ শতাংশ। রেমিট্যান্স খাতের এই প্রবৃদ্ধি সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সারণি ৩.৮ এবং লেখচিত্র ৩.২ এ জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিট্যান্স দেখানো হলো:

সারণি ৩.৮ঃ জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিট্যান্স

অর্থবছর	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪	২০২৪-২৫
জিডিপির শতকরা হার	৬.৬৯	৫.১১	৪.৬৬	৪.৬৭	৪.৮৭	৫.৯৫	৪.৫৭	৪.৭৯	৫.৩১	৬.৫৭
রপ্তানির শতকরা হার	৪৩.২২	৩৬.৮৫	৪০.৮৬	৪০.৫১	৫৪.০৬	৬৩.৯৩	৪০.৩৮	৪৬.৪৮	৫৩.৭৭	৬২.৭৯

উৎস: বিবিএস এবং বাংলাদেশ ব্যাংক।

লেখচিত্র ৩.২: জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিট্যান্স

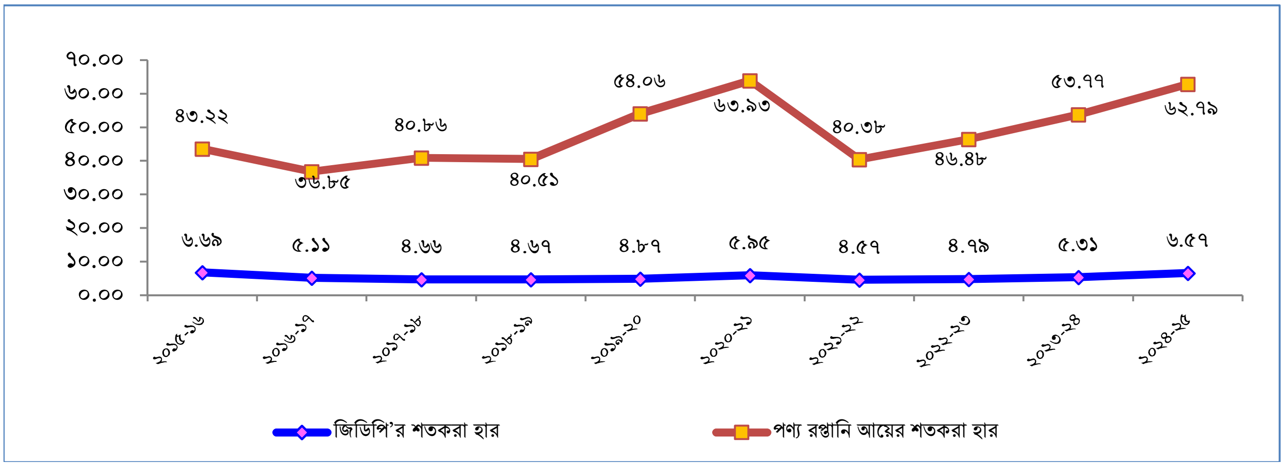

শ্রেণিভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি

বিদেশে কর্মী প্রেরণের ধরণ অর্থাৎ পেশাগত দিক পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে স্বল্পদক্ষ প্রেরিত কর্মীর সংখ্যা মোট গমনকারীর ৫৮.৭৮ শতাংশ। সারণি ৩.৯ এ শ্রেণিভিত্তিক কর্মী প্রেরণের পরিসংখ্যান এবং লেখচিত্র ৩.৩ (ক) এ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ও ৩.৩ (খ) এ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশির তথ্য তুলে ধরা হলো। উক্ত সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, বিগত কয়েক বছরে পেশাজীবী কর্মী গমনের তুলনায় দক্ষ কর্মী গমনের হার সন্তোষজনক।

সারণি ৩.৯: শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশির সংখ্যা

অর্থবছর	পেশাজীবী		দক্ষ	শতকরা হার	আধাদক্ষ	শতকরা হার	স্বল্পদক্ষ	শতকরা হার	মোট
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার	
২০১৪-১৫	১৩৯৫	০.৩১	১৭৭২৯২	৩৯.১০	৯১৯৯৫	২০.২৯	১৮২৭১৬	৪০.৩০	৪৫৩৩৯৮
২০১৫-১৬	৩০৪৭	০.৪৫	২৮৮০৩০	৪২.৮২	৮৫৯০০	১২.৭৭	২৯৫৭৪৪	৪৩.৯৬	৬৭২৭২১
২০১৬-১৭	৫২৪১	০.৫৯	২৮৮৩৮৭	৩২.৩৬	১৯২৭৩২	২১.৫৬	৪০৭৩৭৬	৪৫.৫৮	৮৯৩৭৩৬
২০১৭-১৮	৩৩৬৩	০.৩৯	৩৩৬৮৭০	৩৮.৮৮	১২৯০০০	১৪.৮৯	৩৯৭১৮৪	৪৫.৮৪	৮৬৬৪১৭
২০১৮-১৯	২০৭৩	০.৩১	২৫২৮৬২	৩৮.৩৭	২৭০০৭	৪.১০	৩৭৭১০২	৫৭.২২	৬৫৯০৪৪
২০১৯-২০	১১৩৭	০.২৩	১৬৬২৮০	৩৩.৩২	২৫৩৭২	৫.০৮	৩০৬১৯৪	৬১.৩৬	৪৯৮৯৮৩

অর্থবছর	পেশাজীবী		দক্ষ	শতকরা হার	আধাদক্ষ	শতকরা হার	স্বল্পদক্ষ	শতকরা হার	মোট
	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার	সংখ্যা	শতকরা হার	
২০২০-২১	২৩৯	০.০৯	৬১৬২৪	২২.৭০	১০০৫৪	৩.৭০	১৯৯৫২৮	৭৩.৫১	২৭১৪৪৫
২০২১-২২	৩০৮২	০.৩২	১৯৭১৯০	২০.৪০	২৪৩৪৩	২.৫২	৭৪১৮৮৮	৭৬.৭৬	৯৬৬৫০৩
২০২২-২৩	১০৩৩৯	০.৯২	২৮৪৬৪৬	২৫.২৮	১৩৪০০৬	১১.৯০	৬৯৭০৬৯	৬১.৯০	১১২৬০৬০
২০২৩-২৪	৭১৯৯২	৬.০০	৩০৬০৯৪	২৫.৫৩	২৬২৭৯৯	২১.৯২	৫৫৮০১৫	৪৬.৫৪	১১৯৮৯০০
২০২৪-২৫	২৯৮২৬	২.৯৪	১৮৫৩০৭	১৮.২৫	২০৩৩৮৩	২০.০৩	৫৯৬৭৯৬	৫৮.৭৮	১০১৫৩১১

উৎস: জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

দক্ষতাভিত্তিক তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পেশাজীবি কর্মী প্রেরণের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে স্বল্পদক্ষ কর্মীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী; ২০২৪-২৫ অর্থবছরে যার হার ৫৮.৭৮ শতাংশ।

লেখচিত্র ৩.৩ (ক) ২০১৪-১৫ অর্থবছরে শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশির তথ্য (%)

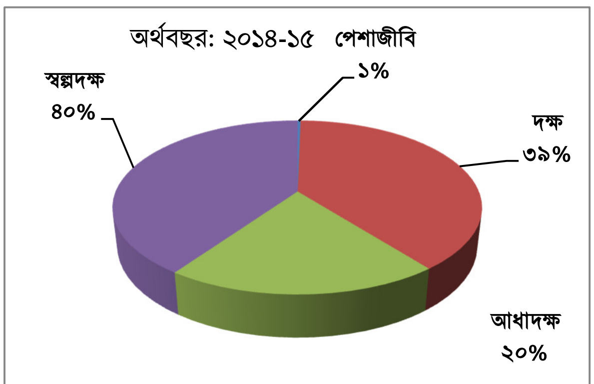

উৎস: জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো

লেখচিত্র ৩.৩ (খ) ২০২৪-২৫ অর্থবছরে শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশির তথ্য (%)

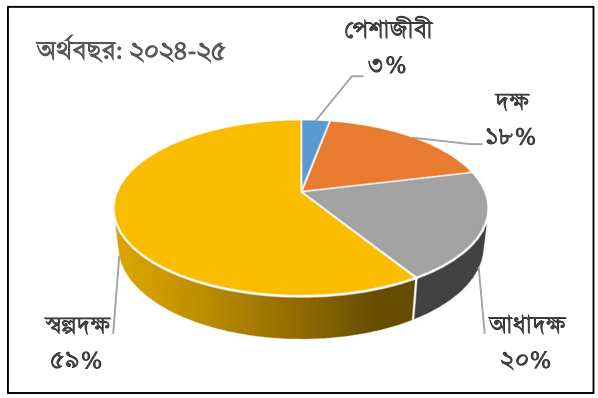

দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি ও প্রবাস আয়

বাংলাদেশের প্রবাসী কর্মীর অধিকাংশই সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, ওমান, মালয়েশিয়া ও সিংগাপুরে কর্মরত। এছাড়া বাহরাইন, কাতার, জর্ডান, লেবানন, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রুনাই, মরিশাসসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি কর্মী কর্মরত রয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত মোট প্রেরিত কর্মীর সংখ্যা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রায় ৯০ শতাংশ বাংলাদেশি কর্মী কর্মরত রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে যার সিংহ ভাগ সৌদি আরবে কর্মরত। সারণি ৩.১০ এ ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি জনশক্তির সংখ্যা এবং লেখচিত্র ৩.৪ (ক) এ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ও ৩.৪ (খ) এ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি জনশক্তির তথ্য দেখানো হলো:

সারণি ৩.১০: দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি জনশক্তির সংখ্যা

অর্থবছর	সৌদি আরব	কুয়েত	কাতার	ইউএই	মরিশাস	ওমান	মালয়েশিয়া	সিঙ্গাপুর	লেবানন	অন্যান্য	সর্বমোট
২০১৪-১৫	১৫৩৫১	১১১১৪	১০৪২৯৭	২৮৬০৬	৫৭৪৭	১০৬৫২২	৬৭১৬	৫৪৯৭২	১৯৬৮৩	১০০৩৯০	৪৫৩৩৯৮
২০১৫-১৬	১০৩৫৭২	১৯৪০৬	১৩৬৭৫৮	১৩৬০৪	৫১০৩	১৭৬১৩৯	৫১০৩৫	৫৮৪৩৮	১৬৭২৯	৯১৯৩৭	৬৭২৭২১
২০১৬-১৭	৩৯০৪৫৪	৫৩৬৩০	১০৪১৯৮	৪৩৭১	৪৪৩০	১৩৬০০৭	২৯৯৯৩	৪৪৬২৯	১২০১২	১১৪০১২	৮৯৩৭৩৬
২০১৭-১৮	৩৯৩৩৭২	৪২৪৮২	৭০৪৫৩	৩২৬৪	৬৬৩৫	৭৬৮৭৭	১৭৫৪৭৫	৪০১৩৪	৭০৭৬	৫০৬৪৯	৮৬৬৪১৭
২০১৮-১৯	৩০১৩২৫	১৩২৭১	৭২৪৯৮	৩৩৭৩	৭২৩২	৭২২২২	৮৪২১১	৪৫১৮৬	৫২৩১	৫৪৪৯৫	৬৫৯০৪৪
২০১৯-২০	৩৪৪২২৬	৮৯২৭	১৭৬১৬	২৫১৪	৫৯৮৩	৫২৯৩৩	৪৯৩	৩৫৯০১	২৪৯১	২৭৮৯৯	৪৯৮৯৮৩

অর্থবছর	সৌদি আরব	কুয়েত	কাতার	ইউএই	মরিশাস	ওমান	মালয়েশিয়া	সিঙ্গাপুর	লেবানন	অন্যান্য	সর্বমোট
২০২০-২১	২১৭১০৪	৭১	৩০২৪	৪৪০৬	২৮	২২৯৩৯	১৮	১২৮৮০	৮২	১০৮৯৩	২৭১৪৪৫
২০২১-২২	৬৫৩৪১৪	৮০৮৫	১৮৩১৪	৮৩৬৫৬	২৪০০	১১৯৭২৯	১০২	৪৪৭৫৫	৪৩০	৩৫৬১৮	৯৬৬৫০৩
২০২২-২৩	৪৫৩০৩৫	৩০০৭৬	২৮৬৪২	৭৯০৪৮	৪৪০১	১৭২৫৫২	২২৮১৭৪	৬১৩৩৪	১৯৩৯	৬৬৮৫৯	১১২৬০৬০
২০২৩-২৪	৫২৬০৩৮	৩৪৩৬৫	৮১৮০৪	৮৯৪৬৯	৯২	৫১৯৪২	২৬৬৪৯১	৫৩৩৮৭	৪৮৬১	৯০৪৫১	১১৯৮৯০০
২০২৪-২৫	৭৩৮৯০১	৩২৯৬৩	৮২৩৩১	১৭৮৬০	০১	১০৭	৩৬০৯	৬২৯৮৫	২৯২৯	৭৩৬২৫	১০১৫৩১১

উৎস: জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক সংস্থান মন্ত্রণালয়

চলতি দশকে দেশভিত্তিক কর্মী প্রেরণ পরিস্থিতির ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট গমনকৃত কর্মীর প্রায় ৩ শতাংশ গিয়েছে সৌদি আরবে এবং ২০২৪-২৫ তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭৩ শতাংশে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৫৯,১৫০ জন নারী কর্মী বিদেশে কর্মসংস্থান লাভ করেছে ।

লেখচিত্র ৩.৪ (ক): ২০১৪-১৫ অর্থবছরে দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি জনশক্তির তথ্য (%)

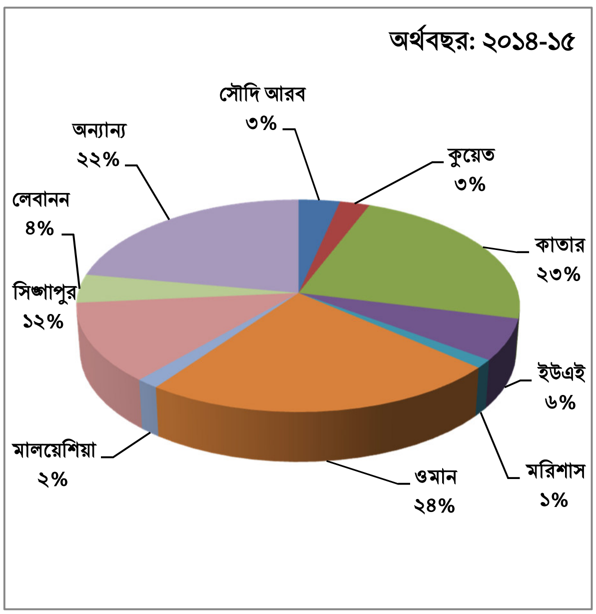

৩.৪ (খ): ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি জনশক্তির তথ্য (%)

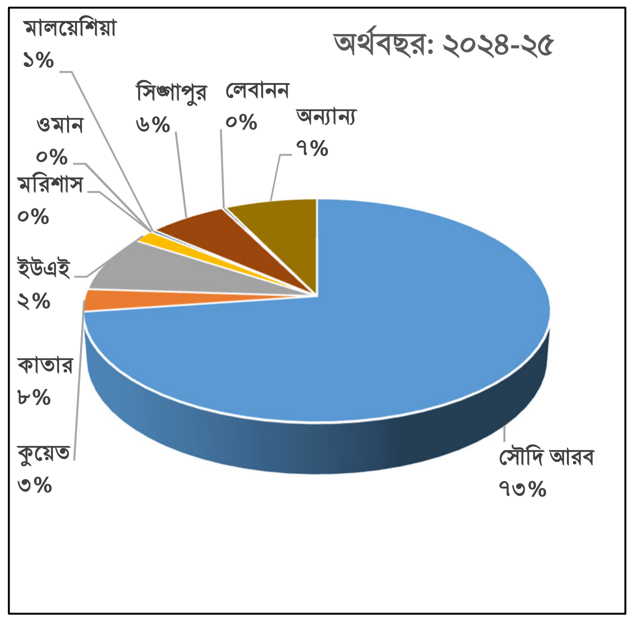

উৎস: জনশক্তি কর্ম-সংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

রেমিট্যান্স

প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের সিংহভাগ মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ থেকে আসলেও বিগত কয়েক অর্থবছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রেমিট্যান্স প্রেরণকারী শীর্ষদেশসমূহে অবস্থান করছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সর্বাধিক রেমিট্যান্স (১৫.৬ শতাংশ) এসেছে। একই সময়ে সৌদি আরব থেকে দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পরিমাণ রেমিট্যান্স এসেছে, যা প্রায় ১৪.১ শতাংশ। এর পরবর্তী অবস্থানে রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত (১৩.৭ শতাংশ), যুক্তরাজ্য (৪ শতাংশ), মালয়েশিয়া (৯.২ শতাংশ), বাহরাইন ও ওমান (৫.৪ শতাংশ) এবং কাতার (৪.০ শতাংশ) । ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ এবং রেমিট্যান্সের আন্ত:প্রবাহের দেশভিত্তিক তুলনামূলক পরিসংখ্যানের শতকরা অংশ সারণি ৩.১১ এবং লেখচিত্র ৩.৫ এ দেখানো হলো:

সারণি ৩.১১: দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	সৌদি আরব	সংযুক্ত আরব আমিরাত	কাতার	ওমান	কুয়েত	বাহরাইন	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাজ্য	মালয়েশিয়া	সিঙ্গাপুর	অন্যান্য	সর্বমোট
২০১৪-১৫	৩৩৪৫.২	২৮২৩.৮	৩১০.২	৯১৫.৩	১০৭৭.৮	৫৫৪.৩	২৩৮০.২	৮১২.৩	১৩৮১.৫	৪৪৩.৪	১২৭২.৯	১৫৩১৬.৯
২০১৫-১৬	২৯৫৫.৬	২৭১১.৭	৪৩৫.৬	৯০৯.৭	১০৪০.০	৪৯০.০	২৪২৪.৩	৮৬৩.৩	১৩৩৭.১	৩৮৭.২	১৩৭৬.৬	১৪৯৩১.১
২০১৬-১৭	২২৬৭.২	২০৯৩.৫	৫৭৬.০	৮৯৭.৭	১০৩৩.৩	৪৩৭.১	১৬৮৮.৯	৮০৮.২	১১০৩.৬	৩০০.৯	১৫৬৩.১	১২৭৬৯.৫
২০১৭-১৮	২৫৯১.৬	২৪৩০.০	৮৪৪.১	৯৫৮.২	১১৯৯.৭	৫৪১.৬	১৯৯৭.৫	১১০৬	১১০৭.২	৩৩০.২	১৮৭৫.৬	১৪৯৮১.৭
২০১৮-১৯	৩১১০.৪	২৫৪০.৪	১০২৩.৯	১০৬৬.১	১৪৬৩.৪	৪৭০.১	১৮৪২.৯	১১৭৫.৬	১১৯৭.৬	৩৬৮.৩	২১৬০.৯	১৬৪১৯.৬
২০১৯-২০	৪০১৫.২	২৪৭২.৬	১০১৯.৬	১২৪০.৫	১৩৭২.২	৪৩৭.২	২৪০৩.৪	১৩৬৪.৯	১২৩১.৩	৪৫৭.৪	২১৯০.৭	১৮২০৫.০
২০২০-২১	৫৭২১.৪	২৪৪০.০	১৪৫০.২	১৫৩৫.৬	১৮৮৬.৫	৫৭৭.৭	৩৪৬১.৭	২০২৩.৬	২০০২.৪	৬২৪.৯	৩০৫৩.৭	২৪৭৭৭.৭
২০২১-২২	৪৫৪২.০	২০৭১.৯	১৩৪৬.৫	৮৯৭.৪	১৬৮৯.৬	৫৬৬.৬	৩৪৩৮.৪	২০৩৯.২	১০২১.৯	৩৮৫.২	৩০৩৩.১	২১০৩১.৭
২০২২-২৩	৩৭৬৫.৩	৩০৩৭.৭	১৪৫২.৭	৭৯০.৬	৫২৮.৩	১৫৫৫.৩	৩৫২২.০	২০৮০.৪	১১২৫.৯	৪২৩.৩	১৬৫১.৩	২১৬১০.৭
২০২৩-২৪	২৭৪১.৫	৪৬৩৫.৩	১১৫০.০	১১২৩.৫	৬৩৯.২	১৪৯৬.৭	২৯৬১.৬	২৭৯৩.২	১৭৪৪.৪	৬৩২.৩	৩৯৯৪.৭	২৩৯১২.২
২০২৪-২৫	৪২৬৪.৩	৪১৬৭.৯	১২০৫.৩	১৬৩৪.৭	৭৬১.১	১৬২৩.৬	৪৭৩২.৯	৩১৬৮.৫	২৮০৪.৭	৯৮০.৩	৪৯৮৫.৫	৩০৩২৮.৮

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

লেখচিত্র ৩.৫: ২০১৪-১৫ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের দেশভিত্তিক রেমিট্যান্স আয়ের শতকরা হারের তুলনামূলক চিত্র

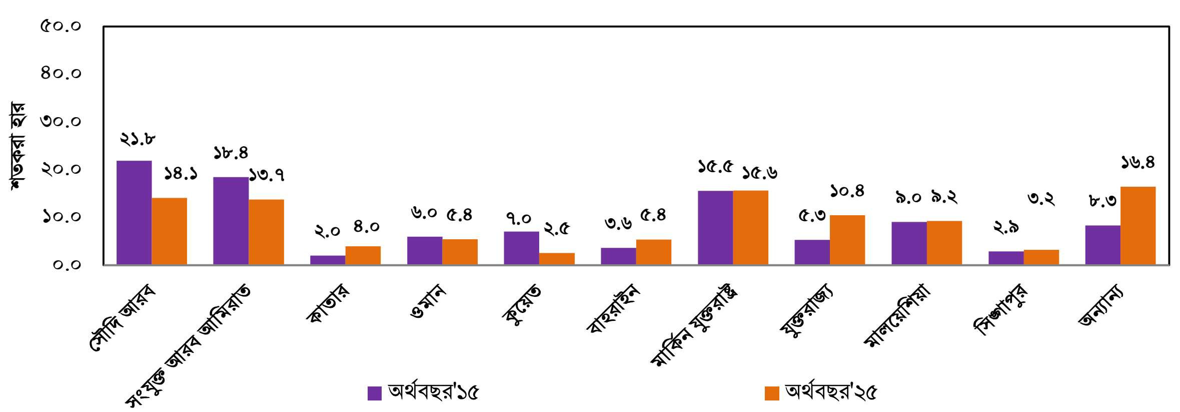

উৎসঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান এবং প্রশিক্ষণ ব্যুরো, বাংলাদেশ।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাস আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

শ্রমবাজার সম্প্রসারণ

মধ্যপ্রাচ্য বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ও সুপরিচিত শ্রমবাজার। সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও শ্রমিকদের চাহিদা হ্রাস পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত শ্রমবাজার ছাড়াও বর্তমানে নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারের এ সকল উদ্যোগের পাশাপাশি বিদেশগামী কর্মীদের নিরাপদ অভিবাসন ও সম্মানজনক চাকুরি নিশ্চিতকরণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

অভিবাসন ব্যয় হ্রাস

বাংলাদেশে অভিবাসন প্রক্রিয়ায় অন্যতম প্রধান অন্তরায় উচ্চ অভিবাসন ব্যয়। এ ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইপিএস পদ্ধতিতে দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মী প্রেরণ করা হয়। সরকার প্রধান শ্রমবাজারসমূহে দেশভিত্তিক সর্বোচ্চ অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ করেছে। সৌদি আরব, কাতার, জর্ডান, হংকং, লেবাননসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে বিনা খরচে নারী কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। বিদেশ গমনেচ্ছু নারী কর্মীদের বাধ্যতামূলক ১ মাসের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অদক্ষ শ্রমিকের তুলনায় দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা বেশী তাই এই বিষয়টি মাথায় রেখে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির ওপরও সরকার যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে।

- **স্বল্প মেয়াদী নিয়মিত কোর্স:** বিএমইটির আওতাধীন ১০৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে স্বল্পমেয়াদী নিয়মিত কোর্সে গত বছর থেকে প্রথম বারের মত প্রশিক্ষণার্থীদের দৈনিক ১৫০/- টাকা হারে আপ্যায়ন ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। বিগত এক বছরে বিএমইটি কর্তৃক পরিচালিত ১০৪টি টিটিসি হতে ৫৫টি ট্রেডে মোট ১,০৫,৫৩৯ জনকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- **প্রাক-বহির্গমন ওরিয়েন্টেশন (পিডিও):** বিএমইটির আওতাধীন ডিইএমও এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে ০৩ (তিন) দিনের প্রাক-বহির্গমন ওরিয়েন্টেশন (পিডিও) পরিচালিত হচ্ছে। বিগত এক বছরে ১২,৭৩,২৭৯ জনকে প্রি- পিডিও প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ১২,৩৯,৮৪৫ জন পুরুষ ও ৩৪,২২৬ জন নারী রয়েছে।

অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাইজেশন : বিদেশগামী কর্মীদের বাধ্যতামূলক অনলাইন রেজিস্ট্রেশন, ফিঙ্গার প্রিন্ট সম্বলিত স্মার্ট কার্ড প্রদান, অনলাইনে ভিসা যাচাই, প্রতারিত কর্মীদের অনলাইনে অভিযোগ দাখিলের সুবিধা প্রদান করে অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজড করার মাধ্যমে অভিবাসন ব্যবস্থাপনা আরো স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করা হয়েছে। অভিবাসন ব্যবস্থাপনাকে ব্যাপক ডিজিটাইজেশন করার মাধ্যমে ডাটাবেজ নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে এবং ডাটা ব্যাংক হতে কর্মী নিয়োগ আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে বিদেশে কর্মী প্রেরণ প্রক্রিয়ায় মধ্যস্বত্বভোগী দালালদের দৌরাত্ম্য হ্রাস এবং পূর্বের তুলনায় অধিকতর গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়ন করা সম্ভব হয়েছে এবং অভিবাসন ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

অভিবাসনখাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নতুন আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন: অভিবাসন ব্যয় কমানো এবং বৈধ রিক্রুটিং এজেন্টসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে ‘প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি-২০১৬’ এবং ‘বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন-২০১৩’ সংশোধন করে ‘বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (সংশোধন) আইন-২০২৩’ প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত আইনে উচ্চ অভিবাসন ব্যয় গ্রহণকারী বা অসাধু রিক্রুটিং এজেন্ট এর বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাসহ কারাদন্ড ও অর্থদন্ডের বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়াও কোন ব্যক্তি বা রিক্রুটিং এজেন্ট একই সাথে একাধিক লাইসেন্স গ্রহণ বা একাধিক লাইসেন্সের অংশ বা শেয়ার গ্রহণ করতে না পারে এবং সাব-এজেন্টদের আইনী কাঠামোর আওতায় এনে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বৈদেশিক ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স ও সাব-এজেন্ট নিবন্ধন ও আচরণ) বিধিমালা, ২০২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে।